রমাযানের ফাযায়েল ও রোযার মাসায়েল

বিভাগ/অধ্যায়ঃ তৃতীয় অধ্যায় - চাঁদ দেখা সংক্রান্ত বিষয়াবলী

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আবদুল হামীদ ফাইযী

কাফের দেশে বসবাসকারী কি করবে?

যে মুসলিমরা কাফের দেশে বাস করে, যেখানে তাদের চাঁদ দেখার শরয়ী ব্যবস্থা নেই, সেখানে তারা নিজেরা চাঁদ দেখা শরয়ীভাবে প্রমাণ করতে পারে। তারা নিজেরাই চাঁদ দেখার দায়িত্ব বহন করবে। কিছু উলামা ও গণ্যমান্য লোক মিলে হিলাল-কমিটি গঠন করবে। অতঃপর তাঁদের কাছে চাঁদ দেখা প্রমাণ হলে প্রচার-মাধ্যমে প্রচার করবে অথবা টেলিফোনের মাধ্যমে এক এক এলাকার নেতৃস্থানীয় লোক বা ইমামদেরকে জানিয়ে দেবে।

পক্ষান্তরে এ কাজ তাদের দ্বারা সম্ভব না হলে; সে দেশে নিজে নিজে চাঁদ দেখা সম্ভব না হলে, নিকটবর্তী মুসলিম দেশের খবর অনুযায়ী রোযা-ঈদ করবে।[1] বিশেষ করে ঐ দেশ পূর্বে অবস্থিত হলে এবং শরয়ীভাবে চাঁদ দেখার কথা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হলে তা গ্রহণযোগ্য। এ ক্ষেত্রে আগামী কাল রোযা বা ঈদ বললে, সে খবরে আস্থা রাখা বা চাঁদ দেখা প্রমাণ হওয়ার কথা ধরা যায় না। অতএব তখন মাস ৩০ পূর্ণ করেই রোযা-ঈদ করা জরুরী হবে।

ফুটনোট

[1] (সামানিয়া ওয়া আরবাঊন সুআলান ফিস্-সিয়াম ৩৫পৃঃ, সাওমু রামাযান ১৮পৃঃ)

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=4014

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন